৫ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ২৮ মার্চ ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

ইরাকের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর চলছে তীব্র আক্রমণ। মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে কেঁপে উঠছে বাগদাদ নগরী। প্রাণ হারাচ্ছে নিরীহ ইরাকের নারী-শিশু। কোথাও বা তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ছে অগ্রসরমান ব্রিটিশ-মার্কিন বাহিনী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইতিমধ্যে স্বীকার করেছেন এ যুদ্ধ হবে দীর্ঘমেয়াদি। এ কারণে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, মার্কিন অর্থনীতির এই দৈন্য অবস্থার মধ্যে যুদ্ধের খরচ পাবে বুশ সরকার কোত্থেকে। কংগ্রেস অনুমোদিত ৯৫০০ কোটি ডলারেও এ যুদ্ধ ব্যয় শেষ হবে না।

বাগদাদে এখন প্রতিদিন ১০ লাখ ডলার মূল্যের হাজার হাজার ক্রুজ মিসাইল পড়ছে। প্রতিটি ১ লাখ ডলারের লেজার গাইডেড বোমা বিমান হতে ফেলা হচ্ছে। ট্যাঙ্ক থেকে ফেলা হচ্ছে ৩ লাখ ডলারের বোমা। প্রতিদিনই ব্যয় হচ্ছে ৩ থেকে ৪ বিলিয়ন ডলার। তারপরও মার্কিন সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ল্যারি লিন্ডসে বলছেন, যুদ্ধের সফল সমাপ্তি আমাদের অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনবে। এ কারণে বলা যায়, এ যুদ্ধের অর্থ আসবে যুদ্ধোত্তর ইরাক থেকে। ইরাকের বিপুল তেল সম্পদ মার্কিনিদের অর্থের যোগান দেবে।

ইরাকের তেল সম্পদের ওপর নজর প্রায় প্রতিটি পরাশক্তির। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইরাকের ওপর ব্রিটিশরা একক আধিপত্য বিস্তার করে। ব্রিটিশরা চলে আসার সময় তাদের আজ্ঞাবাহী বাদশাকে ক্ষমতায় রাখে। ব্রিটিশ ও মার্কিন তেল কোম্পানিকে তেল উৎপাদন ও তদারকি কাজে নিযুক্ত করা হয়। ৭০ দশকে ইরাক থেকে বিতাড়িত হয় ব্রিটিশ মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো। তেল ক্ষেত্রগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়। তখন থেকেই ব্রিটিশ, মার্কিন কোম্পানিগুলো ইরাকে ফিরে যাবার নানা ফন্দি করছে। এ কারণে যুদ্ধোত্তর ইরাকে কোম্পানিগুলো প্রচুর অর্থ ঢালতে প্রস্তুত। প্রস্তুত মার্কিন সরকারকে যুদ্ধকালীন ব্যয় পুষিয়ে দিতে।

ইরাকে বর্তমানে ১১২ বিলিয়ন ব্যারেল তেল মজুদ আছে। বর্তমান ইরাকের দৈনিক উৎপাদন ২৮ লাখ ব্যারেল। এরমধ্যে ২০ লাখ ব্যারেল জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববাজারে আসে। প্রকৃতভাবে ইরাকের তেল উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি। সংস্কার সাধন সম্ভব হলে ইরাকে দৈনিক ১ কোটি ব্যারেল তেল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এমনকি অধিক বিনিয়োগ হলে ৬ কোটি ব্যারেল তেল উৎপাদন সক্ষম হবে। যুদ্ধোত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে বসাবে তাদের তল্পিবাহী এক সরকার। যাদের কাজ হবে মার্কিন, ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ রক্ষা করা। এ কারণে আগামীতে ইরাক থেকে উত্তোলিত তেলের অর্থের বড় অংশের মালিক হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধ ব্যয়ের বিপুল অর্থ তারা ইরাক থেকেই তুলে নেবে। মাঝ থেকে বঞ্চিত হবে ইরাকের জনগণ। এ কারণে আজ অনৈতিক স্বার্থান্বেষী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিশ্ব বিবেক।। সর্বত্র উঠছে প্রতিবাদের ঝড়।

ইরাকের মত বাংলার এই ভূখন্ড মার্কিন সমর্থকপুষ্ট পাকিস্তানের আগ্রাসনে '৭১-এ হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। বীর বাঙালি সেদিন গড়ে তুলেছিল তীব্র প্রতিরোধ। বিশ্ব বিবেক দাঁড়িয়েছিল বাংলার মানুষের পাশে। ইরাক সেদিন সকল ভয়কে তুচ্ছ করে আমাদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। সাহস যুগিয়েছে। এ কারণে আমরা ঋণী ইরাকের জনগণের কাছে। সময় এখন ঋণ পরিশোধের। এ কারণে এবারের স্বাধীনতা দিবসে শপথ হোক সকল আগ্রাসনের প্রতিরোধ করার। আমাদের উচিত দুঃসময়ের বন্ধুর দুঃখে পাশে গিয়ে দাঁড়ানো।

প্রচ্ছদের ছবি : **এএফপি**

নতুন ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক

আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com